দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৩।১২।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

স্বনির্ভর দেশ গড়তে কঠোর পরিশ্রম করুন : জিয়া

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম), ২২শে ডিসেম্বর (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য জনগণকে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বিকেলে এখানে হোসেনাবাদে পাঁচ মাইল দীর্ঘ গাগর খাল খননে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার লোকের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, প্রত্যেককে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং আমাদের স্বনির্ভর করার জন্য খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে।

খাল খননের অগ্রগতি স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট আজ হেলি-

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

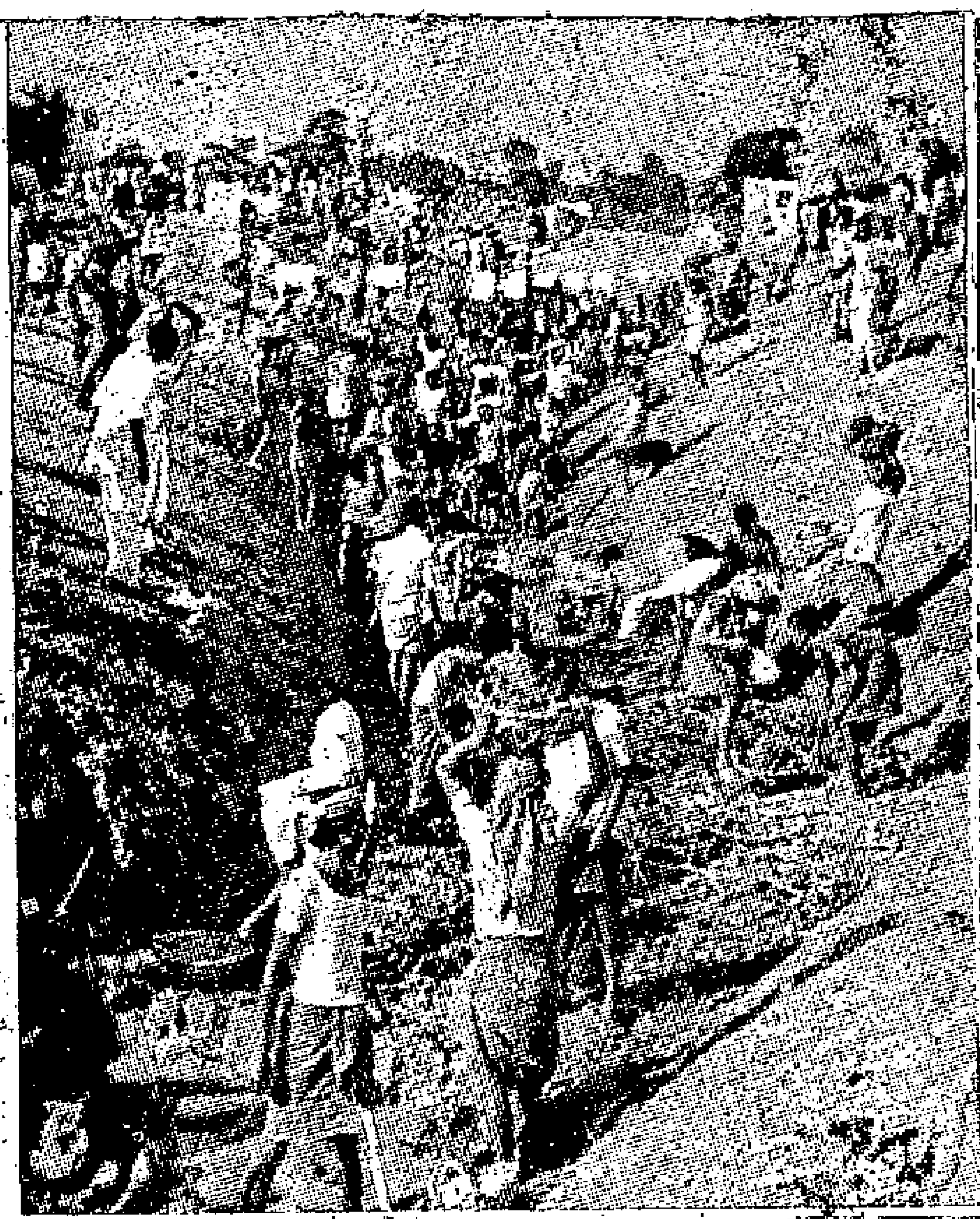

সর্বস্তরের মানুষ চট্টগ্রামের গাগর খাল পুনর্খননে অংশ নেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া এ খাল পুনর্খনন পরিদর্শন করেন

সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যে খাল খননে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট জনগণকে আরো বেশি করে নদীর সঙ্গে সংযোগ খাল খননের আহ্বান জানান—যাতে করে পানির অভাব না হয়। তিনি বলেন যে যেসব এলাকায় খাল খননের কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হবে সেসব এলাকায় বিনা ভাড়ায় পাওয়ার পাম্প সরবরাহ করা হবে।

জনগণ 'প্রেসিডেন্ট জিয়া জিন্দাবাদ', 'আমরা আপনার পেছনে, আপনি এগিয়ে যান' প্রভৃতি শ্লোগান দেয় ও জাতীয় অগ্রগতির জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে রাজী কিনা প্রেসিডেন্ট তা জানতে চাইলে তারা হাত তুলে সমর্থন জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে খনন কাজ সম্পন্ন হলে তিনি আবার খাল পরিদর্শনে আসবেন।

জিয়া

(১-এর পৃঃ পর)

কপ্টারযোগে এখানে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জামালউদ্দীন আহমদ ও উপমন্ত্রী অধ্যাপক আরিফ মঈনউদ্দীন ও মিসেস কামরুন্নাহার জাফর। খাল খনন শুরু হয় গত ৩রা ডিসেম্বর।

সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অসংখ্য লোক এই খাল খনন কার্যক্রমে অংশ নেয়। এ পর্যন্ত ৩০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন আইনজীবীরা যাঁরা গতরাতে খাল খননে অংশ নেয়ার শপথ নেন এবং কয়েকজন বিচারকও এই কার্যক্রমে অংশ নেন।

সেচ খাল সোজাসুজিভাবে নেয়ার জন্যে বেসরকারী মালিকানাধীন জমিও খনন করা হয় এবং জমির মালিকরা এজন্যে স্বেচ্ছায় তাঁদের জমি দেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন যে জনগণ বিএনপি'র কর্মসূচী অনুমোদন করেছে এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে জনগণের পুরোপুরি সহযোগিতা দেয়া উচিত। দেশ গঠনে প্রত্যেককেই অবদান রাখতে হবে। তিনি বলেন, বৈদেশিক সাহায্যে আমরা স্বনির্ভর হতে পারবো না। স্বনির্ভর হওয়ার জন্যে আমাদেরকে আরো বেশি করে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করতে হবে।